জীবন তৃষ্ণা

যুথিকা বড়ুয়া

কানাডা শীত প্রধান দেশ। তুলনামূলকভাবে প্রায় সারাবছরই এর বিচরণ! কখনো শরৎ ও হেমন্ত ঋতুর আগমন মালুমই হয় না! যাও দু'দিনের জন্য বসন্ত এসে শিহরণে দোলা দেয় শরীরে ও মনে, কিন্তু কখন যে প্রকৃতির মায়া ছেড়ে উর্দ্ধঃগগনে মিলিয়ে যায়, টেরই পাওয়া যায় না! একপশলা বষর্ণ হলেই হাঁড় কাঁপতে শুরু করে ঠান্ডায়! সকালে উঠতেই ইচ্ছা করে না বিছানা ছেড়ে! সারাঘর জুড়ে শীততাপ নিয়ন্ত্রণে ভরে থাকে! হাত-পাগুলিও সব কুঁকড়ে আসে! আর লং-উইকেন্ড্ হলে তো কথাই নেই! রাত ভোর চলে কাব্য জলসা, হাস্য-কৌতূক কিংবা সহেলিদের লাস্যভরা নৃত্যগীতের আসর! তারপর বিছানায় গেলে সকালে ঘুমই ভাঙ্গতে চায়না আর সহজে!

এমনিই এক ভোররাত্রে ক্লান্ত দেহের অবসন্নে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়তই কখন যে কুম্ভকর্ণের মতো নিদ্রাদেবীর বাহুমন্ডলে বেহোঁস হয়ে পড়লাম, টেরই পেলাম না! হঠাৎ খট্খট্ করে দরজার কড়া নড়ে উঠতেই তন্দ্রাজড়ানো চোখে ধড়ফড় করে উঠি! ধুক্ধুক করে কেঁপে উঠল বুক! স্বপ্ন না বাস্তব মুহূর্ত্যের জন্য ঠাহরই করতে পাচ্ছিলাম না! ঘুমে এতটাই আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম, তাকাতেই পাচ্ছিলাম না চোখ মেলে! উৎকণ্ঠায় শুনলাম কান পেতে। নাঃ, সত্যিই তো! কে যেন দরজা নক্ করছে!

দু'হাতে চোখ ডলতে ডলতে জানালা দিয়ে দেখি, তখনও আবছা অন্ধকার বাইরে! ধূঁয়োর মতো ঘন কূয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে চারদিক। স্পষ্ট দেখাই যাচ্ছে না কিচ্ছু! রাস্তার বিজলীবাতিগুলিও নিভু নিভু প্রায়! ক্ষীণ মৃদু আলোয় মিটিমিটি করে জ্বলছে! যেন এক রহস্যাবৃত অতন্দ্র মায়াবী রাত! মনে হচ্ছিল, পালঙ্কে শুয়ে যেন স্বর্গেই ভাসছি! হঠাৎ পলকমাত্র দৃষ্টিপাতে চমকে উঠলাম ঘড়ি দেখে। -এ কি, মাত্র পৌনে চারটে বাজে যে! কে এলো এই অসময়ে! কারো বিপদ ঘটলো না তো!

নেমে আসি বিছানা ছেড়ে। শিথিল ভঙ্গিতে দরজার কাছে গিয়ে বললাম, -'কে ওখানে?'

দরজার ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এলো মহিলা কন্ঠস্বর। উল্লাসে যেন ফেটে পড়ছে সে! -'এ্যাই, আমি রে আমি, শ্রাবণী! শীগ্গীর দরজা খোল! দ্যাখ্ কাকে নিয়ে এসেছি সঙ্গে!'

একেই কাঁচা ঘুম থেকে উঠেছি! নাক কান সব বন্ধ হয়ে আছে! স্বরই বের হচ্ছে না গলা দিয়ে! পড়ে গেলাম বিস্ময়ের ঘোরে। শ্রাবণী, নামটা তো খুবই চেনা চেনা লাগছে! অথচ কিছুতেই মনে করতে পারছি না। ফ্যাস্ ফ্যাস্ শব্দে বললাম, -'তা এই অসময়ে! কে এসেছে সঙ্গে?'

ক্ষীণ বিব্রোত কণ্ঠে শ্রাবণী বলল, -'আরে দরজাটা আগে খোল তো! ভীষণ ঠান্ডা লাগছে বাইরে!'

ইতস্তত হয়ে বললাম, -'না খুলবো না! আগে বল, সঙ্গে কাকে নিয়ে এসেছিস! '

অসন্তোষ গলায় শ্রাবণী বলল, -'ন্যাকামি করিস না তো! তুই জানিস না কে! দ্বীপকেই নিয়ে এসেছি সঙ্গে! আমার সন্দীপ! ও' আমার, আমারই থাকবে! কাউকে ছিনিয়ে নিতে দেবো না! কেউই পারবে না আমার হৃদয় থেকে ও'কে ছিনিয়ে নিতে! কোনদিনও না!'

হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে, সেই শ্রাবণী! চোখেমুখে কথা বলতো! যেমন ছিল একরোখা জেদী, তেমনি বজ্জাত! কোনো জিনিস ওর ছুঁতেই পারতো না কেউ! শেয়ারও করতো না কারো সঙ্গে! একাই ভোগ করতো সব! কিন্তু এ কেমন করে সম্ভব! সন্দীপ তো কাকে বিয়ে করে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল শুনে ছিলাম! ও'কে পেল কোথায় ও'! আশ্চর্য্য, সাংঘাতিক মেয়ে তো!

ক্ষণিকের নীরবতায় অস্থির হয়ে ওঠে শ্রাবণী! সবুর সয় না ওর! জোড়ে ধাক্কা দিতে লাগল দরজায়! মনে হচ্ছিল, খুবই উত্তেজিত ও'! বিরক্ত হয়ে বলল, -'ওঃহো, বলছি না দরজাটা খুলতে! করছিস কি তুই এতক্ষণ!' বলে পরক্ষণেই খিল খিল করে হেসে ওঠে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম বিস্ময়ে। রুদ্ধ হয়ে গেল আমার কণ্ঠস্বর! ফূর্তিতে মন-প্রাণ যেন ওর টগ্‌বগ্ করছে! খুশীর প্লাবনে হৃদয়ের দুকূল যেন ভেসে যাচ্ছে ওর! বলে কি শ্রাবণী! আর ওইবা আজ এত কাল পর এলো কোত্থেকে!

চকিতে একটুকরো বেদনাময় স্মৃতির তীব্র জাগরণে মনটা আমার উদাস হয়ে গেল! তন্ময় হয়ে ডুবে গেলাম কল্পনার অথৈ সাগরে! মুহূর্ত্যেই চোখের পর্দায় ভেসে উঠল, পাথরের মূর্তির মতো বোধশক্তি হীণ অচৈতন্য শ্রাবণীর মূর্ছে যাওয়া সেই বিরহকাতর মুখখানা।

শ্রাবণী ছিল অসাধারণ সুন্দরী, লাবণ্যময়ী, সুনয়না দুষ্টুমিষ্টি কন্যা! লম্বা ঘনকালো রেশমী চুল! তীক্ষ্ণ নাসিকা। দুইভ্রুর মাঝখানে ঝুলে থাকতো একগোছা কোঁকড়া চুল! মায়াবী চোখের চাহনি! ঠোঁটের বামপাশে বড় একটা তীল! দুধসাদা গায়ের রং! কি মসৃণ, স্নিগ্ধ কোমল! যাকে পলকমাত্র দৃষ্টিপাতে নজর ফেরায় কার সাধ্য! বিধাতা যেন তাঁর অকৃপণ নিপুণতা ঢেলে ওকে গড়ে ছিলেন! বাচ্চা বুড়ো জোয়ান প্রতিটি মানুষকেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো আকর্ষিত করতো! যেমন প্রজাপতির মতো প্রাণবন্ত চঞ্চল তেমনি তরতাজা হাসির একটা রেখা সবসময় লেগে থাকতো ওর ঠোঁটের কোণে! এমনিতেই হাসির একটা ছোঁয়াচে রোগ ছিল, কাউকে হাসতে দেখলে কি রগড়টাই না করতো! হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যেতো! নিজেও হেসে গড়াগড়ি খেতো আর পাঁচজনকেও হাসাতো! চিন্তা হতো মা-বাবার, কারো নজর না লেগে যায়!

অথচ কৈশোরের দৌড়-ঝাঁপ পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেই সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল শ্রাবণী! সুশীলা সুলক্ষণা কন্যার মতো একেবারে ধীর-স্থীর-গম্ভীর! চাল-চলন, কথাবার্তায়ও ভদ্র-নম্র! কিন্তু কখন যে ওর মনপাখীটা পাড়ার নবাগত স্মার্ট সুঠাম হ্যান্ডসাম্ সন্দীপের হৃদয়দ্বারে উড়ে গিয়ে বসলো, শ্রাবণী নিজেও টের পেলনা! কল্পনায় দিবানিশি ডুব দিতে লাগল চাওয়া-পাওয়ার অথৈ সাগরে! কতনা স্বপ্ন এঁকে রাখলো দু'চোখের কোণে! অথচ একবারও ভেবে দেখল না, সন্দীপের হৃদয়দ্বারে কখনো ও' পৌঁছাতে পারবে কি না! কখনো ওর নাগাল পাবে কিনা! ওর মনের একান্ত ইচ্ছাটা কখনো জানাতে পারবে কিনা! অথচ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, একদিন না একদিন সন্দীপ ওর প্রতি আকৃষ্ট হবেই! প্রেমের পত্তন ঘটবেই! শ্রাবণীকে প্রাণের ডোরে বেঁধে নেবেই! কিন্তু ভাগ্যের লিখন খন্ডাবে কে! স্বপ্ন, স্বপ্নই রয়ে গেল শ্রাবণীর!

একদিন পড়ন্ত বিকেলের স্নিগ্ধ হাওয়ায় ছাদে দাঁড়িয়ে আপনমনে গুনগুন করে গান গাইছিল শ্রাবণী! হঠাৎ সন্দীপকে একা দেখতে পেয়ে মনটা ওর অনাবিল খুশীতে ভরে উঠল! মনে মনে বলল, -আজ

কিছুতেই আর ছাড়ছি না! এই সুবর্ণ সুযোগ! বাবু না কি মেয়েদের দিকে কখনো চোখ তুলে তাকান না! ওদের সান্নিধ্যেও না কি যান না! হুঁমঃ সাধু পুরুষ! দাঁড়াও, তোমায় কেমন করে বশ করতে হয়, দেখাচ্ছি!

এই ভেবে শ্রাবণী উর্দ্ধঃশ্বাসে দৌড়ে নেমে আসে নিচে! ততক্ষনে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায়। দেখেই বুকটা ওর ছ্যাঁৎ করে উঠল! হৃদ্‌স্পন্দনও আরো দ্রুতগতীতে চলতে লাগল। -‘এ কি, এত বড় বড় স্যুটকেস্‌ নিয়ে সন্দীপ যাচ্ছে কোথায়! দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে না কি ও’!’

ইচ্ছে হচ্ছিল সন্দীপকে বাঁধা দেবার। ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কৈফেয়ৎ চাইবার। ও’ কোথায় যাচ্ছে! কেন আছে! কতদিনের জন্য যাচ্ছে! কিন্তু সে কৈফেয়ৎ শ্রাবণী চাইবে কোন্‌ সূত্রে? কোন্‌ অধিকারে? কিসের জোরে? সম্পর্ক তো দূর, আলাপ-পরিচয়ই তো এখনো হয়নি ওর সঙ্গে! তা’হলে!

শ্রাবণী নির্বিকার। চাঁপা বেদনায় বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠলেও পাথরের মতো শক্ত হয়ে অশ্রু সজল চোখে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে! যেদিন গহীন অনুভূতি দিয়ে জীবনে প্রথম অনুভব করেছিল, সন্দীপকে সত্যিই সে মনে-প্রাণে ভালোবেসে ফেলেছে! সন্দীপই ওর জীবনের সব! ওর হৃদয় নামক বিশাল সাম্রাজ্যের ওই একমাত্র সাম্রাজ্ঞী!

ইচ্ছে হচ্ছিল, সন্দীপের আবেগাপ্লুত প্রেমের মধুময় স্পর্শ পেতে! ওর নিঃসৃত ভালোবাসার অতল সমুদ্রে ডুবে যেতে! ওর পুরুষালী দেহের এক অভিনব উষ্ণ অনুভূতিতে বুদ হয়ে থাকতে! ওর পেশী বহুল বাহুদ্বয়ের বন্ধনে একেবারে পিষ্ঠ হয়ে যেতে!

ভাবতে ভাবতে কোণ্‌ স্বপ্নপুরীতে যে হারিয়ে গিয়েছিল, খেয়ালই ছিল না শ্রাবণীর! ওর সম্মুখেই চলে গেল সন্দীপ! পারেনি ওর পথ অবরোধ করতে। ওকে বাঁধা দিতে। নিজেকে স্বেচ্ছায় ধরা দিতে! পারেনি ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভালোবাসা নামে চির পবিত্র শব্দটা মুখফুটে উচ্চারণ করতে! অনুভব করে, পায়ের নিচের মাটিটা যেন সড়ে গেল। আর সেদিন থেকেই মনকে ওর প্রচন্ডভাবে আন্দোলিত করলো! অনুতাপ অনুশোচনায় কালো মেঘলা হৃদয়াকাশের বুক চিরে বারবার বেদনার ঝিলিক দিতে লাগল, কেন পারলো না, হৃদয়ের না বলা কথাগুলি আকার ইঙ্গিতে সন্দীপকে বোঝাতে! নির্লজ্জ হয়ে প্রেম নিবেদন করতে! কেন একটিবারও নির্জন নিড়িবিলিতে ওর সঙ্গে দেখা হলোনা!

সন্দীপ শুধু সুদর্শণই নয়, একজন আভিজাত্য এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মার্জিত পুরুষ। ভুলেও শ্রাবণীর মুখের দিকে কোনদিনও চোখ তুলে তাকায় নি! অথচ দৃঢ় মনের অধিকারী শ্রাবণী যখন যা চাইতো, তা-ই হাসিল করে নিতো! কোনদিন হার মানে নি! আজও মানবে না! সন্দীপকে ও’ ঠিকই চিনেছে! ওই ওর একমাত্র উপযুক্ত পাত্র!

শ্রাবণী নিরাস হয়না! অপেক্ষা করে থাকে, ভালোবাসার যে ফুল ওর অজান্তে ফুটে গিয়েছিল, তারই মধুর সুরভীতে ওর স্বপ্নের প্রেমিক সন্দীপকে মোহিত করবে। ওকে একান্তআপন করে প্রাণের ডোরে বেঁধে নেবে। বসাবে হৃদয়ের রাজসিংহাসনে! দেবতার আসনে!

কিন্তু বিধিই বাম! শ্রাবণীর স্বপ্নের রাজকুমার সন্দীপ কোনদিন আর ফিরে আসেনি! রসায়ন বিজ্ঞানে ডক্টরেট করতে গিয়ে পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি সব বিসর্জন দিয়ে, সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় রীতি

-নীতি লঙ্ঘন করে, জীবনসঙ্গিনী রূপে বেছে নেয় ইংল্যান্ডের এক শ্বেতাঙ্গ পরীকে! এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে গড়ে তোলে ওর ভালোবাসার রাজপ্রসাদ। যার কোনো পিছু টানই ছিল না!
শুনে মাথায় বজ্রাঘাত পড়ে শ্রাবণীর! নিভে গেল ওর আশার প্রদীপ! শুকিয়ে গেল ভালোবাসার ফুল! মুহূর্ত্যেই জীবনের পরম আকাঙ্খিত সমস্ত কামনা-বাসনা, আবেগ-ইচ্ছানুভূতিগুলির গলা টিপে সদ্য প্রস্ফূটিত ফুলের মতো জীবনটাকে নরক বানিয়ে অর্থহীন করে তোলে! যেখানে আনন্দ নেই! চাহিদা নেই! নেই কোনো স্পৃহা! জীবন যার কাছে অবাঞ্ছিত, নির্মোহ! তার কিইবা মূল্য আছে জীবনের!

কিন্তু শ্রাবণীকে বোঝাবে কে! একরোখা মেয়ে! বিরল ওর সেন্টিমেন্টাল! অনমনীয় ওর জেদ! গ্রাহ্যই করলো না কাউকে! সারাক্ষণ মন্ত্রের মতো শুধু জপতে লাগল, ভালোবাসার অগ্নিকুন্ডে আমি যে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি দ্বীপ! তুমি কেন ফিরে এলে না আর! কেনই বা রামধনুর মতো আমার হৃদয়াকাশে দেখা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলে চিরদিনের মতো! জীবনে যে শুধু তোমাকেই চেয়েছিলাম দ্বীপ! তোমারই প্রিয়তমা হতে চেয়ে ছিলাম! যেকথা তুমি জানতেও পারলে না! কেন একটিবার জানাবার সুযোগ আমায় দিলে না দ্বীপ! আজ যে তুমি অন্যের! অন্যের প্রাণপ্রতিম! অন্যের পূজারী! অন্যের গৃহস্বামী! এ আমি কেমন করে সহ্য করবো বলো! ভালোবাসার যে ফুল না ফুটতেই ঝড়ে যায়, দেবতার চরণেই যদি ঠাঁই না পায়, তবে সে ফুল ফুটেইবা আর লাভ কি! কে দেখবে তার লাবণ্যময় সৌন্দর্য্যের বাহার! কেইবা নেবে তার সুমধুর সুবাস! জীবনে এতবড় পরাজয়! পরাজয়ের এমন গ্লানি!
শ্রাবণী পারেনি মেনে নিতে! পারেনি নির্বিকারে সহ্য করতে! সন্দীপকে না পাওয়ার ব্যর্থতায়, ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে পৃথিবীর সকল মায়া-মোহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্বাসিত জীবনকেই স্বেচ্ছায় বেছে নিয়ে নির্জন অন্ধকার ঘরের কোণে পড়ে ছিল, জীবনের অনিবার্য নিষ্ঠুর পরিণতির অপেক্ষায়!

আজ অপ্রত্যাশিত এত বছর পর হঠাৎ শ্রাবণীর উচ্ছাসিত কন্ঠস্বর শুনে অব্যক্ত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেও স্তম্ভিত হয়ে যাই বিস্ময়ে! হঠাৎ অনুভূত হলো, বিশ্বব্রম্ভান্ড জুড়ে যেন ভূমিকম্প হচ্ছে! শ্রাবণী নাছোড়বান্দা! অনর্গল দরজায় আঘাত করতে করতে বলে, -'উ্ঃহো, কি রে তুই! বলছি না দরজাটা খুলতে! শীগ্গীর খোল, খোল বলছি!'
শ্রাবণীর একটানা বিচলিত কন্ঠে আর কানে তালা লেগে যাওয়া বিকট শব্দ তরঙ্গে ঘুমটা আমার তখনই সত্যি সত্যিই ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে দেখি, বাইরে অঝোরে ঝড়ছে বৃষ্টি! ঠান্ডায় হাত -পা কুঁকড়ে শুয়ে আছি বিছানায়। আকাশে গুরুম গুরুম করে অনবরত মেঘ ডাকছে! সেই সঙ্গে ঢং ঢং শব্দে ঘড়ির ঘন্টা বেজে উঠতেই অবগত হলাম, সকাল হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ! বেলা দশটা বাজে! কোথায় শ্রাবণী! কারো কোনো সাড়া শব্দ নেই তো! তবে কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম আমি!

সমাপ্ত
১৬ই জুলাই, ২০০৭

যুথিকা বড়ুয়া: কানাডার টরন্টো প্রবাসী লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী।